ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অনন্য অবদানের জন্য প্রথম পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অনন্য অবদানের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৮ জুন এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর উপ-পরিচালক ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

প্রধান অতিথি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ।

চিকিৎসা কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর পরিবেশ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্টাফ, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং রোগীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে এ পুরস্কার প্রদান করে। পুরস্কার হিসেবে ত্রিশ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান টিপু মুন্সি এমপি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সেক্রেটারি ড. মো. মোজাম্মেল হক খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান।

গোলটেবিল বৈঠকে জরিপ তথ্য নারী মাদকাসক্তদের মধ্যে ৪৩% ইয়াবা সেবী

নারী মাদকাসক্তদের মধ্যে ৪৩% ইয়াবা সেবী। এক গোলটেবিল বৈঠক থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। জরিপ তথ্যে আরো বলা হয়– নারী মাদকাসক্তের মধ্যে ৮৪% পরিবারের সদস্যদের চাপে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। নারীরা মাদক গ্রহণের দিকে বেশি ঝুঁকেছে পারিবারিক অশান্তির কারণে। যার শতকরা হার ৩৭%। এছাড়া বন্ধুদের প্ররোচণায় ৩৩% মাদক গ্রহণ শুরু করে। নারীদের মধ্যে শতকরা ৩৪% মানসিক রোগের চিকিৎসা নিচ্ছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে ২৫ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত গণমাধ্যম

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন ঢাকা স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ।

ব্যক্তিদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা ১০৩ জন নারী রোগীর মধ্যে পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী এসব তথ্য প্রদান করা হয়।

গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর উপ-পরিচালক ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ।

অন্যদিকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা ২৬৩ জন পুরুষ রোগীর মধ্যে এক জরিপ পরিচালনা করা হয়। ওই জরিপে দেখা গেছে, ৪০% মাদকাসক্ত কোনো না কোনো সময় অ্যালকোহল/মদ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ফেন্সিডিল ২৫%, গাঁজা ৩৮%, ইয়াবা ৪১% ও হেরোইন গ্রহণকারী ৭%। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করে মাত্র ৫%। অর্থাৎ দেশে আশঙ্কাজনকভাবে ইয়াবার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কমছে হেরোইন ব্যবহার।

এসব মাদক গ্রহণকারীরা এ্যালকোহলের উপর নির্ভরশীল না হলেও তারা কোনো না কোনো সময় এ্যালকোহল ব্যবহার করেছে। যেসব রোগীরা চিকিৎসা নিচ্ছে তাদের ২৫% পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেউ না কেউ মাদক গ্রহণকারী। অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের মাদক গ্রহণ এসব রোগীর মাদক শুরু করতে উৎসাহ জুগিয়েছে। পরিবারের এ সকল সদস্যরা রোগীদের সুস্থ্যতার পথে অন্তরায়। এই জরিপে একটি বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তা হচ্ছে বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচণার চেয়ে নিজের আগ্রহে মাদক গ্রহণের প্রবণতা বেশি অর্থাৎ বন্ধুদের প্ররোচণায় ৩৭%, নিজের আগ্রহে ৪২% এবং পারিবারিক অশান্তির কারণে ২২% মাদক গ্রহণ শুরু করে।

বৈঠকে বক্তারা আরো বলেন, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও প্রতিরোধের বিষয়ে কৌশল সম্পর্কে ভাবার সময় এসেছে। এজন্য ধারাবাহিক কাউন্সেলিংয়েরও প্রয়োজন রয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিকশন প্রফেশনাল আক্তারুজ্জামান সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আমির সাজু, আব্দুল আওয়াল ও অ্যাডিকশন প্রফেশনাল জাহিদ ইকবাল। এছাড়া বাংলাদেশে মাদকাসক্ত সমস্যা নিরসনে কর্মরত সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে আমিক- ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে যার মধ্যে ছিল মাদকবিরোধী আলোচনা সভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুষ্ঠান, সাংবাদিকদের সাথে গোল টেবিল আলোচনা সভাসহ আরো বিভিন্ন কাযক্রম। উক্ত দিবসে এবারের প্রতিপাদ্যে বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় শিশু ও তরুণদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশে মাদকাসক্তি শিশু ও তরুণ প্রজন্মের মাঝে এত ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে যে, এই সমস্যা নিরসনে আমাদের এখন প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা। যাতে করে উক্ত সমস্যা নিরসনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মাদকাসক্তদের জন্য মানসম্মত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। কারণ মানসম্মত মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে যদি না থাকে তাহলে মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা সঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা পাবে না এবং এর ফলেই দেখা যায় এক সময় মাদকসক্ত ব্যক্তিটি আবারও মাদকাসক্তির পথে ফিরে যেতে পারে। বাংলাদেশে যে কয়েকটি সংস্থার মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে, তাদের মাঝে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন এর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর নাম অন্যতম। এখানে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি যে ধরনের সমস্যাগুলোর মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে সেই সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে দক্ষ পেশাজীবিদের মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আমিক পরিচালিত কেন্দ্রগুলোর সেবার মান ও অন্যান্য মানসম্মত সুযোগ সুবিধার থাকায় গত বছরের ন্যায় মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে।

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন-এর স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। এছাড়াও এই বিভাগের আওতায় এর সাথে ধূমপান ও তামাক এবং প্রাইমারী স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমটিও পরিচালিত হয়। প্রাইমারী স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমটি আরও সম্প্রসারিত করতে মুন্সিগঞ্জে আমিক শুরু করেছে 'হেনা আহমেদ হাসপাতাল' নামে একটি প্রাইমারী স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার নতুন হাসপাতাল।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

৭ম বর্ষ ■ ২১তম সংখ্যা ■ এপ্রিল - জুন ২০১৬

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান ও উম্মে জান্নাত

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
জহিরুল আলম বাদল

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

কারাবন্দিদের মানসিক সেবা ও সহায়তার জন্য কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ এ সকল অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশিক্ষক ও অতিথিবৃন্দ

মাদকাসক্ত কারাবন্দিদের হতাশা, মানসিক চাপ, জীবনের পরিকল্পনা, সর্বোপরি স্থিতিশীল মানসিক অবস্থা উন্নয়নে কাউন্সেলিং সেবা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে জিআইজেড ও ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন 'ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্য রিয়াল সিচ্যুয়েশন অব ওভার ক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় কাউন্সেলিং সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয় 'কাউন্সেলিং টেকনিক ফোকাসিং প্রিজনাস্' বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ৮ থেকে ১২ মে ৫ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ রাজধানীর বারিধারায় সামার প্যালেস হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রকল্পের ২২ জন কাউন্সেলর এবং রিহ্যাবিলিটেশন সুপারভাইজার কাম কাউন্সেলরগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনায় ছিলেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষকবৃন্দ। প্রশিক্ষণের শেষ দিনে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ এবং জিআইজেড-এর প্রোগ্রাম অ্যাডভাইজার তাহেরা ইয়াসমিন ও ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর বিনয় কুমার ঝা প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

স্টলে আমিক-প্রধান এর সাথে আমিকের কর্মকর্তারা

'আগে শুনুন, আমাদের শিশু ও যুবাদের প্রতি মনোযোগ দেয়াই হ'ল তাদের নিরাপদ বেড়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ' এই প্রতিপাদ্যে এ বছর ২৬ জুন পালিত

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

২য় পৃষ্ঠার পর (মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী ...)

হয়েছে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধপাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। এ দিবস উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় প্রেসক্লাবে মানববন্ধন, র‍্যালি, ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে স্টল প্রদর্শন, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ। সবগুলো কার্যক্রমে আমিক-ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন অংশগ্রহণ করে।

গাজীপুর কেন্দ্র: ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন গাজীপুর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে গাজীপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ছিল কেন্দ্রে ইনহাউজ প্রোগ্রাম, গাজীপুর শহরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শিক্ষামূলক উপকরণ বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি।

যশোর কেন্দ্র : ২৫ ও ২৬ জুন যশোর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন যশোর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পালন করে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস।

এর অংশ হিসেবে ২৫ জুন ভ্রাম্যমান কাউন্সেলিং বুথের মাধ্যমে পরামর্শ ও তথ্যসেবা প্রদান করা হয়। এসময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ নাজমুল কবীর পরামর্শ ও তথ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

২৬ জুন আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মী ও রিকভারিগণ যশোর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত মাদকবিরোধী র‍্যালি, মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন।

আলোচনা সভায় আহ্‌ছানিয়া মিশন যশোর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হওয়া ব্যক্তিরা তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। পরে তাদের মধ্য থেকে তিনজনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

civgk I Z_¨‡mev ‡mev †K‡›` Awg‡Ki KvD‡Ýj iMb

ঢাকা নারী কেন্দ্র: একইভাবে আহ্‌ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকেও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ইনহাউসে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে সেশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার প্রদান ও ইফতার মাহফিল। এছাড়া ২৮ জুন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে মানববন্ধন, র‍্যালি, ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে স্টল প্রদর্শন, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

মাদককে সবসময় না বলি
মাদকমুক্ত দেশ গড়তে সহায়তা করি

মাদক বিরোধী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

অনুষ্ঠানের অতিথিদের সাথে অন্যান্যরা

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে আমিক-ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৩ জুন আয়োজন করা হয়েছিল 'মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল। রাজধানীর টাইম স্কয়ার রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি সেন্টারে এ আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এর পরিচালক মো. মফিদুল ইসলাম। এছাড়াও সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডিকশন প্রফেশনাল আক্তারুজ্জামান সেলিম, বাংলাদেশ ইয়ূথ ফার্স্ট কনসার্ন, কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. পিটার হালদার, জিআইজেড-এর জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী এ কে মো. সাইফুজ্জামান। সভায় বাংলাদেশের মাদকাসক্তি, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ওপর সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ। এ কর্মসূচির আয়োজনে যৌথভাবে সহযোগিতায় ছিল 'সংযোগ'। সভায় আমিকের সব প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

সভায় অ্যাডিকশন প্রফেশনাল মনোচিকিৎসক আক্তারুজ্জামান সেলিম বক্তব্য প্রদান করছেন

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ২৩ এপ্রিল ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...

৩য় পৃষ্ঠার পর (নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে...)

ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা ও চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন এ ধরনের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করে। সভার শুরুতে কেন্দ্র ব্যবস্থাপক পারভীন ইয়াসমীন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী জাহিদ ইকবাল মাদকাসক্তি চিকিৎসায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর ভূমিকা তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। সভায় কেন্দ্রের কাউন্সেলর জান্নাতুল ফেরদৌস মাদকাসক্তি চিকিৎসা পদ্ধতি ও মাদক নির্ভরশীলতা নিয়ে সচিত্র আলোচনা করেন। পরে অ্যাডিকশন প্রফেশনাল মনোচিকিৎসক আক্তারুজ্জামান সেলিম মাদকাসক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। সভার মুক্ত আলোচনার শেষ পর্বে একজন মাদকাসক্ত থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত একজন নারী তার সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এরপর দু'জন অভিভাবকের অনুভূতি ও মতামত প্রকাশের মাধ্যমে পারিবারিক সভা সমাপ্ত করা হয়।

আমিক যশোর কেন্দ্রে মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন আমিক প্রধান ইকবাল মাসুদ

যশোরে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ১০ থেকে ১২ এপ্রিল মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে কেন্দ্রের সব কর্মী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন আমিক প্রধান ইকবাল মাসুদ। প্রশিক্ষণে সুষ্ঠুভাবে রোগী ব্যবস্থাপনা ও কেন্দ্র পরিচলনার স্বার্থে কর্মীদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ করণীয় বা আদর্শ পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেন। কর্মশালার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, যশোর এর উপ-পরিচালক এনামুল কবীর। তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। সেই সাথে চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের জন্য কিছু মাধ্যম পর্যালোচনা করেন।

কারাবন্দিদের পুনর্বাসনে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জিআইজেড-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত আইআরএসওপি প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কারাগার অভ্যন্তরে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র কারাবন্দি এবং মাদকাসক্ত কারাবন্দিরা সমাজে ফেরার পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উন্নয়নশীল ও ইতিবাচক জীবনযাপন করতে পারবেন। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মে ও জুন মাসে ঢাকা, কাশিমপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে মেনস্ পার্লার, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউস ওয়্যারিং, বিউটিশিয়ান কোর্স ও কারচুপিসহ বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উল্লেখিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে ২০-২৭ জন কারাবন্দি অংশগ্রহণ করেন, যাদের বয়স

বিউটিশিয়ান কোর্স প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ।

২০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার, জেলার ও ডেপুটি জেলারসহ আইআরএসওপি প্রকল্পের কাউন্সেলর, রিহ্যাবিলিটেশন সুপারভাইজার ও ট্রেইনারগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকুরির ব্যবস্থা হলেই প্রকৃত অর্থে তারা পুনর্বাসিত হবে

– ইকবাল কবির চৌধুরী
সিনিয়র জেল সুপার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরী বলেছেন, প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরির ব্যবস্থা করা হলেই প্রকৃত অর্থে তারা পুনর্বাসিত হবেন। প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের দক্ষতা উন্নয়নে ২২ মে শুরু হওয়া ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউস ওয়্যারিং কোর্স শেষে ২৮ জুন এ সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এসময় জিআইজেড-এর কর্মকর্তা বিনয় কুমার ঝা ও ফারজানা শাহনাজ উপস্থিত ছিলেন।

সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠান

উল্লেখ্য, ২২ মে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এবং ২৪ মে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ বন্দিদের জন্য একই বিষয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং ২৭ ও ২৮ জুন সনদপত্র বিতরণ করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন অভীক্ষার মাধ্যমে সনদ প্রদান করা হয়। সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সিনিয়র জেল সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলারসহ জিআইজেড ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর কর্মকর্তা ও ব্লাস্টের প্যারালিগ্যালগণ উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লায় সরকারি-বেসরকারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন সিভিল সার্জন, কুমিল্লা ডাঃ মো. মুজিবুর রহমান ।

কারাবন্দিদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদক ব্যবহারকারী। কারামুক্তির পর যথাযথ চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং সেবা না পাওয়ার কারণে তারা পুনরায় মাদক গ্রহণের ফলে বারবার কারাভোগ করেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মাদকাসক্তদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ, সমন্বয়, নেটওয়ার্কিং এবং রেফারাল সম্পর্ক জোরদার করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আইআরএসওপি প্রকল্পের উদ্যেগে ২২ জুন কুমিল্লা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মো. মানজুরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ মোঃ মুজিবুর রহমান, সিভিল সার্জন, কুমিল্লা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জাহানারা বেগম, সিনিয়র জেল সুপার, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার। সভায় কুমিল্লা জেলার মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধি, জিআইজেড প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হলো লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো থেকে প্রতিমাসে ১জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে এবং আইআরএসওপি প্রকল্প থেকে রেফার করা মাদকাসক্তদের স্বল্প খরচে সেবা প্রদান করবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নলেজ ফোরাম প্রোগ্রামে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে আলোচনা

প্রোগ্রামে সচিত্র উপস্থাপনা করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ।

২ জুন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিয়মিত কার্যক্রম নলেজ ফোরাম অধিবেশন উক্ত অধিবেশনের মুল উদ্দেশ্য থাকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যে সমস্ত কার্যক্রমগুলো নিয়ে কাজ করছে সেই সব বিষয়গুলোর মাঝে যেকোনো একটা বিষয়ের উপর সচিত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের ধারণা প্রদান করা। এবারের ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ও উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান ও অন্যান্য প্রকল্প ও বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আমিকের বিভিন্ন প্রকল্পের ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সর্বস্তরে জনসচেতনতা

– তথ্য সচিব

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন তথ্য সচিব মরতুজা আহমদ

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মরতুজা আহমদ বলেছেন, সচেতনতার অভাব পাবলিক প্লেসগুলোতে ধূমপান বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তাই তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সর্বস্তরে সচেতনতা। ১৪ জুন বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের সেমিনার রুমে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে গণ মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলমগীর। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি. জে. (ডা.) মোঃ সাঈদুর রহমান, প্রেস ইন্সটিটিউটের পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ। অনুষ্ঠানে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন' বিষয়ক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। সহযোগিতায় ছিল ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস।

gv`Kvmw³ wPwKrmv I cbevmb m¤ú‡K Rvb‡Z †dvb Ki"b:
MvRxci: 01772916102,
h‡kvi: 017813557555
XvKv: 01748475523, 58151114

নগর স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীদের সাথে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম এম সালেহ ভূঁইয়া।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ৫ এপ্রিল ডিএনসিসি এলাকার নগর স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে। ডিএনসিসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় ডিএনসিসির নগর স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ৯টি সংস্থার প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ডাক্তার, কাউন্সেলর ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় ডিএনসিসি'র প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম এম সালেহ ভূঁইয়া সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির বক্তব্য তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক সভা ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবা নিতে আসা মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। যাতে তারা তাদের পরিবারে বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান তামাকের ক্ষতি, এ সংক্রান্ত আইন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া নারীর স্বাস্থ্যের ওপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন। সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ডিএনসিসি'র প্রাইমারি হেল্থ প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম অফিসার ডাক্তার মাহমুদা আলী এবং ডিএনসিসি'র স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমদাদুল হক বক্তব্য দেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত।

আমিকের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বাৎসরিক পর্যালোচনা সভা

সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

১৪ মে সিলেটের মধুমালতি রির্সোটে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বাৎসরিক পর্যালোচনা সভা।দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সভায় আমিকের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সকল স্টেকহোল্ডাররা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ, বাংলাদেশ রেঁস্তোরা মালিক সমিতির সভাপতি রেজাউল করিম রবিন, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির প্রতিনিধি, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রতিনিধি এবং ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস এর প্রতিনিধি ডা.মাহফুজুর রহমান ভুইয়া অংশগ্রহণ করেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ও উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। সভায় আমিকের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সকল কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন

আমিকের স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি

'সাদামাটা মোড়ক তামাক নিয়ন্ত্রণে আগামী দিন' এই প্রতিপাদ্যে প্রতিবছরের মতো এ বছর ৩১ মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ দিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে র‍্যালি, ওসমানি মিলনায়তনে আলোচনা সভা, স্টল প্রর্দশন কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সবগুলো কার্যক্রমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অংশগ্রহণ করে। সকালে প্রেস ক্লাবে থেকে র‍্যালির মাধ্যমে দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহেদ মালেক, এমপি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. দীন মোহাম্মদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি স্টল পরিদর্শনের সময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর স্টলে আসেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সব কার্যক্রমে যৌথভাবে সহযোগিতায় ছিল লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস।

ফেনী জেলার সব রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

অনুষ্ঠানে রেঁস্তোরার সকল সদস্যদের হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দেওয়া হয়।

দেশে ২ কোটি ৫৮ লাখ মানুষ রেস্তোরাঁয় পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির শিকার হন। জনস্বার্থে এই ক্ষতির কথা ভেবে বর্তমান সরকার সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে দেশের সব রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত স্থান অর্থাৎ পাবলিক প্লেসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ আইন বাস্তবায়ন করতে ফেনী জেলার সব রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ২১ এপ্রিল ফেনী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'রেস্তোরাঁয় ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেনীর জেলা প্রশাসক মো. আমিন-উল-আহসান এবং সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. এনামুল হক। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় সভাটি যৌথভাবে আয়োজন করে ফেনী জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। সভায় ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণের ওপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ও উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এসময় জেলা প্রশাসক জেলার রেস্তোরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত রাখার ঘোষণা দেন ও পরে উপস্থিত রেস্তোরাঁ মালিকদের হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দেন।

ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ডিএনসিসি'র ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

মিনা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছেন
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম অজিয়র রহমান

ধূমপান না করেও স্বাস্থ্য ক্ষতির ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাচ্ছে না অধূমপায়ী জনসাধারণ। বিশেষ করে পাবলিক প্লেসের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সাথে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর কারিগরি সহায়তায় ডিএনসিসি এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ডিএনসিসি'র অঞ্চল-৫ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম অজিয়র রহমানের নেতৃত্বে তেজগাঁও থানা পুলিশের সহায়তায় ৬ জুন কাওরান বাজার এলাকায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) এর ওপর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চারুলতা ও নবান্ন রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ ব্যবহার না করার জন্য জরিমানা করেন। এছাড়া পাবলিক প্লেসে ধূমপান করার অপরাধে একাধিক ব্যক্তিকে জরিমানা করেন। একই সময় এলাকার একাধিক পয়েন্ট অব সেল-এ তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ ও জরিমানা করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ জুন অঞ্চল-৫ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম অজিয়র রহমানের নেতৃত্বে এবং ১ এপিবিএন উত্তরা ও পুলিশ লাইন মিরপুর-ঢাকার সহায়তায় মোহাম্মদপুর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এসময় মোহাম্মদপুর এলাকায় ৭৭, আসাদ এভিনিউ সলিমুল্লাহ রোডে মিনা বাজার চেইন শপকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর বেনসন অ্যান্ড হেডেজ নামক ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন পুনরায় প্রচারের জন্য ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অপরদিকে বাংলা বাজার সুপারশপ অভিযানকালে তারা অভিযানের তথ্য জেনে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ করলে ম্যাজিস্ট্রেট বাংলা বাজার সুপারশপ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে জানান, পরবর্তীতে কোনো ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করলে তাদের তিনগুণ বেশি জরিমানা করা হবে। এছাড়া মোহাম্মদপুর এলাকার একাধিক পয়েন্ট অব সেল-এ তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গড়ে তোলা হলো আরো ২৫ জন ইয়ূথ লিডার

গ্রুপ ওয়ার্কে ইয়ুথ লিডাররা

সেভ দ্য চিলড্রেন এবং আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সিডা লোকাল টু গ্লোবাল প্রকল্পের উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়, কুলাউড়া-মৌলভীবাজারে উপজেলার পাঁচটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ইয়ূথ অ্যাডভোকেট তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে খেলাধুলা, গল্প ও নাটিকার মাধ্যমে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, প্রিম্যাচুরিটি ও শিশুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের উপায়, শিশুদের মৃত্যু হ্রাসে ইয়ূথদের ভূমিকা, বাল্যবিবাহের কুফল, ইয়ূথদের কর্ম-পরিকল্পনা, দল গঠন ও দলের প্রশিক্ষণ কৌশল হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শহিদুর রহমান। এই প্রশিক্ষণ সেশনে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী, ইয়ূথ লিডার জসিম উদ্দিন ও মনি বেগম। প্রশিক্ষণে সহায়ক ছিলেন সিডা লোকাল টু গ্লোবাল প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী মো. বজলুর রশিদ ও, আইআরএসওপি প্রকল্পের রিহ্যাবিলিটেশন কাম কাউন্সেলর মো. জাহাঙ্গীর হোসেন।

ইকো ট্রেনিং

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ গ্রুপ ওয়ার্ক উপস্থাপনা করছেন

পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, বাল্যবিবাহ, প্রিম্যাচুরিটি ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে ২৬ ও ২৭ এপ্রিল সিলেট গোয়াইনঘাটে ড. ইদ্রিস আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও জৈন্তাপুরে রাংপানি উচ্চ বিদ্যালয়ে ইকো ট্রেনিং ফর পিয়ার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সেভ দ্য চিলড্রেন এবং আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সিডা লোকাল টু গ্লোবাল প্রকল্পের উদ্যোগে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বিদ্যালয়গুলোর ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ৬৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর জেলা সমন্বয়কারী মো. ইব্রাহিম খলীল। তাকে সহায়তা করেন ওই বিদ্যালয়ের ইয়ুথ লিডাররা।

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে আলোচনা সভা

২৬ এপ্রিল মৌলভীবাজার কুলাউড়ায় সেভ দ্য চিলড্রেন এবং আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিডা লোকাল টু গ্লোবাল প্রকল্পের উদ্যোগে সপ্তগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, স্কুলের ইয়ুথ লিডাররা উপস্থিত ছিল। সভায় পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, বাল্যবিবাহ, প্রিম্যাচুরিটি ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাটি সঞ্চালন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জেলা সমন্বয়কারী মো. বজলুর রশিদ।

একই উদ্দেশ্যে ওই প্রকল্পের উদ্যোগে ২৬ ও ২৭ এপ্রিল গোয়াইনঘাটে ড. ইদ্রিস আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও জৈন্তাপুরে রাংপানি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে সভার আয়োজন করা হয়। সভা দুটিতে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, এফআইভিডিবি কর্মকর্তাবৃন্দ, স্কুলের ইয়ুথ লিডাররা উপস্থিত ছিলেন। সভাটি সঞ্চালন করেন জেলা সমন্বয়কারী মো. ইব্রাহীম খলীল।

gv`Kvmw³ wPwKrmv I cbevmb
m¤ú‡K Rvb‡Z wfwRU Ki"b...
www.amic.org.bd

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যক্রম

সভায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কর্মকর্তা আমেনা খাতুন

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের উদ্যোগে ৩১ মে খিলক্ষেত কেন্দ্রের কর্ম-এলাকার ফার্মেসি মালিকদের নিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এক সচেতনমূলক অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে প্রকল্পের মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নিয়ে এবং পরে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মূল তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রোগ্রামের প্রতিনিধি ডা. পারভেজ আহম্মেদ জাবীন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর ফিজিশিয়ান ডা. শাহেলা রহমান। তিনি শিশুদের যক্ষ্মার সমস্যা ও তামাকের সাথে যক্ষ্মার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন।

০৪ জুন যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় যক্ষ্মা রোগ থেকে সুস্থ হওয়া ব্যাক্তিদের অংশগ্রহণে যক্ষ্মা বিষয়ের ওপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শুরু হয়। সব শেষে যক্ষ্মা লক্ষণযুক্ত রোগীকে উক্ত স্থানে পরীক্ষা জন্য রেফারের মাধ্যমে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

রংধনু চিহ্নিত নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে আই ক্যাম্প

মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসক একজন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন

বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৭ম পৃষ্ঠার পর (রংধনু চিহ্নিত নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে আই ক্যাম্প)

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পি এ-৫ এবং ঢাকা আই কেয়ার হাসপাতাল এর যৌথ উদ্যোগে ৪ জুন নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিনামূল্যে আই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। আই ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর ইউপিএইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি পি এ-৫ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া, ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. নায়লা পারভিন, ফিজিশিয়ান ডা. শাহেলা রহমান, ঢাকা আই কেয়ার হাসপাতালের ম্যানেজার এ.কে.এম মাহমুদুল ইসলাম ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. রাজিয়া। ক্যাম্পে প্রত্যেক রোগীর চোখ পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয় এবং দরিদ্রদের বিনামূল্যে ওষুধ ও চশমা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগে রোড শো-২০১৬ অনুষ্ঠিত

'সবার জন্য সচেতনার সাথে পথে পথে' এই প্রতিপাদ্যে ১ জুন চট্রগ্রাম বিভাগ-২০১৬ রোড শো পালিত হয়েছে। ঢাকা আহ্ছনিয়া মিশন-এর আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প সিওসিসি পিএ-১, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিও'র সাথে একযোগে এ রোড শো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। রোড শো কর্মসূচিতে ছিল র‍্যালি ও আলোচনা সভা। রোড শো'র উদ্বোধন ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ওয়াহিদ উদ্দীন হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক নুরুল আলম। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিরুজ্জামান তালুকদার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন এর প্রোগ্রামে আমিকের কর্মকর্তাগণ

'সুশৃংখল জীবনযাপন করুন, ডাইবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-২০১৬ পালন করা হয়েছে। ঢাকা আহ্ছনিয়া মিশন-এর কুমিল্লা আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের কর্মকর্তারা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিও'র সাথে একযোগে দিবসটি পালন করে। এ দিবস উদ্‌যাপন র‍্যালির মাধ্যমে শুরু হয়। র‍্যালি শেষে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বীরচন্দ্র হল রুমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) আজিজুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যপক ডা. মো. মহসিনুজ্জামান চৌধুরী, ঢাকা আহ্ছনিয়া মিশন-এর ব্যবস্থাপক মো. গোলাম রসুল। এতে সভাপতিত্ব করেন সিভিল সার্জন ডা. মো. মুজিবর রহমান।

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ ২০১৬ উদযাপন

১লা মে থেকে ৭ ই মে উদ্‌যাপন করা হয় জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ ২০১৬ এই উপলক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫-১২ বছরের সকল শিশুকে একটি করে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। ঢাকার উত্তরার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢাকা

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের ছবি

উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ওয়ার্ড-১ এর কমিশনার আফসার উদ্দিন খান, ১ ও ১৭ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা কমিশনার শাহানাজ পারভিন মিতু দিবসটি উদ্বোধন করেন। এ সময়ে প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নারগিস সুলতানা ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইউপিএইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি পিএ-৫ প্রকল্পের ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. লায়লা পারভীন উপস্থিত ছিলেন।

একইভাবে কুড়িল, উত্তরার নবধারা মডেল স্কুল এ ৬ দিন ব্যাপি জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ ২০১৬ উদ্বোধন করেন ওয়ার্ড ১৭ এর কমিশনার ডাঃ জিন্নাত আলী। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প, ডিএনসিসি পিএ-৫ হতে উত্তরার ওয়ার্ড-১ ও ১৭ নং ওয়ার্ডের মোট ৯০টি স্কুলের ২০,২৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য কৃমিনাশক ট্যাবলেট পৌছে দেয়া ও সার্বিক সহযোগীতায় নিযোজিত আছে।

আমিক এর নতুন উদ্যোগ হেনা আহমেদ হাসপাতাল এর শুভ উদ্বোধন

মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান

মুন্সিগঞ্জ এর অধিবাসীদের স্বল্পমুল্যে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৩ মে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এর মাধ্যমে আমিকের নতুন হাসপাতাল হেনা আহমেদ হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করা হয় । উক্ত প্রোগ্রামে এলাকার সাধারণ মানুষসহ এলাকার জন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই কর্মকান্ডের সকল আর্থিক সহায়তা প্রদান কারী ব্যক্তি ও এছাড়াও আমিকের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ধূমপানমুক্ত পরিবেশ, অধিক সন্তুষ্টি, অর্থ বেশ
agcvb I ZvgvK`e¨ e¨envi (wbqšY) AvBb Abhvqx
সকল রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত
NO SMOKING

কলম্বো প্লান ড্রাগ অ্যাডভাইজারি প্রোগ্রামের প্রতিনিধির নারী মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন

বিশ্বব্যাপী মাদকাসক্তি সমস্যা দূরীকরণ ও যুগোপযোগী মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবা দিতে দরকার দক্ষকর্মী। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আর্থিক সহায়তা ও কর্মীদের পেশাগত উন্নয়নে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, তাদের মধ্যে কলম্বো প্ল্যান ড্রাগ অ্যাডভাইজারি প্রোগ্রাম'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ১১ মে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন কলম্বো প্ল্যান ড্রাগ অ্যাডভাইজারি প্রোগ্রামের চাইল্ড ড্রাগ অ্যাডিকশন প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক ডা. নাতালি পানাবুকি ও কনসালটেন্ট ন্যান্সি ডব্লিউ ডাডলি। প্রথমে তারা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এসময় সেখানে আমিকের সার্বিক কার্যক্রমসহ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ও উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান ও প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত।

অতিথিদের সাথে ঢাক আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এর কর্মকর্তারা

প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন শেষে তারা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর মোহাম্মদপুর চিলড্রেন ড্রপ ইন সেন্টার পরিদর্শন করেন। এরপর তারা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগী ও স্টাফদের সাথে মতবিনিময় করেন।

আমিকের বর্ষবরণ উৎসব

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের ছবি

গত বছরের মতো এবারো বাংলা নতুন বর্ষ ১৪২২ সালকে বরণ করে নিতে আমিক আয়োজন করেছিল দিনব্যাপী বর্ণিল কর্মসূচি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর মিলনায়তনে আমিকের বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান, আমিকের প্রধান ইকবাল মাসুদ, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, এস এম এম সালেহ ভুইয়া ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর দেশের বাইরের তিনজন প্রতিনিধি- ডেভিড ফেয়ার, জিনা ফেয়ার ও ইমা। অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিরা শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

পরে আমিক কর্মকর্তারা 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গানের মাধ্যমে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে ছিল- গান, নাটক, কৌতুক, কবিতা আবৃতি। এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিল মেহেদী কর্নার, ছবি তোলার সেলফি কর্নারের মতো মনোমুগ্ধকর আয়োজন।

সকালে অতিথিদের আপ্যায়নে ছিল দেশীয় ফল ও পিঠা এবং দুপুরে দেশীয় খাবারের আয়োজন ছিল।

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের ছবি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সভাপতি কাজী রফিকুল আলম তার বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান এবং নতুন বছরে আমিকের কার্যক্রম আরো সফলতার সাথে এগিয়ে যাবে– এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সবশেষে আমিক প্রধান ইকবাল মাসুদ আগত অতিথিদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আমিক-এর বর্ষবরণ আয়োজনে সম্পৃক্ত টিমকে অভিনন্দন জানান। বর্ষবরণ আয়োজনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর ৭ জন সেক্টর প্রধান, বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকসহ আমিকের সব প্রকল্পের স্টাফ ও আমিকের শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

AvwgK, ewo- 10/2, BKevj †ivW, eK-G, †gvnv¤§`ci, XvKv-1207
KvRx iwdKj Avjg KZK cKwkZ Ges AvnQwbqv †cm GÛ cvewj‡KkÝ, cU-30, eK-G, †ivW 14
Av`wjqv g‡Wj UvDb, LvMvb wei"wjqv mvfvi, XvKv †_‡K gw`Z|
†dvb: 58151114, †gvevBj: 01748475523, B-‡gBj: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd